ঝিনাইদহে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি নেতারা

বিএনপি দলীয় ভাবে সব ধরণের নির্বাচন থেকে বিরত থাকলেও দলীয় পরিচয় গোপন করে ঝিনাইদহ বিএনপি’র এক ঝাঁক নেতা পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন বলে জানা গেছে। এ নিয়ে দলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জেলা নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি বলে জানা গেছে। জেলা বিএনপি সিদ্ধান্ত নিলে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার দায়ে এসব পদধারী নেতারা বহিস্কার হতে পারেন।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, আসন্ন ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি ও তার জোটের কোন প্রার্থী নেই। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের কোথাও বিএনপির প্রার্থীরা অংশ নিচ্ছেন না। কিন্তু ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে পৌর বিএনপির পদধারী অনেক নেতা অংশ নিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি তারাও নির্বাচনী মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় তাদের পোস্টার শোভা পাচ্ছে। আগামী ১৫ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ঝিনাইদহ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক কাউন্সিলর মাহবুবুর রহমান শেখর এবারো কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ৬ নং ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

এছাড়া ঝিনাইদহ পৌর বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান খান মিঠু পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড থেকে, পৌর বিএনপির সহ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম ৫ নং ওয়ার্ড থেকে, বিএনপি নেতা তোফাজ্জেল হোসেন ৪নং ওয়ার্ড থেকে, পৌর বিএনপি’র সহসভাপতি ও সাবেক যুবদল নেতা মহিউদ্দীন ও বিএনপি নেতা আবু বকর ৭নং ওয়ার্ড থেকে, বিএনপি নেতা দুলাল শাহ ২নং ওয়ার্ড থেকে ও সাবেক পৌর মহিলা দলের নেত্রী মোছাঃ আনজুয়ারা খাতুন আনজু সংরক্ষিত ৪,৫ও ৬ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন। নির্বাচনে তারা জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

বিএনপি’র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতা বলেন, কাউন্সিল পদে কখনো দলীয় ব্যানারে ভোট হয়না এটা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

তবে দল তাদের পিছনে নেই। একজন প্রার্থী বলেন কাউন্সিলর পদে দল মনোনয়ন দেয়না কারন একই দলে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারে কাউন্সিলর পদের নির্বাচন তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার, তবে তিনি দলীয় ভোট পাবেন বলে আশাবাদী।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা বলেন, কাউন্সিলর পদে নেতারা অংশ নিচ্ছেন এটা আমি শুনেছি। তবে দল নির্বাচনে নেই, আর কাউন্সিলর পদে দল কখনো কারও মনোনয়ন দেয়না এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তবে তারা মনে করেন এই সরকারের অধিনে সকল ভোট বর্জণ করা উচিৎ, সে কারণে আমরা ভোট দিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঝিনাইদহে প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, ডিজিটল বাংলাদেশসহ প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে ঝিনাইদহে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দিনব্যাপী ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট।
এতে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক কনক কান্তি দাস, সিভিল সার্জন ডা: শুভ্রা রাণী দেবনাথ, জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
দিনব্যাপী কর্মশালায় জেলার ৬ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়।
কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর এই ১০ টি উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সম্ভাবনা চিহ্নিত করার পাশাপাশি

উদ্যোগসমুহের বহুল প্রচারে করনীয় নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সেখান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের প্রদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিন্ধান্ত নেওয়া হয়।

২২ জনের লাশ হস্তান্তর, অন্যদের ডিএনএ পরীক্ষা শুরু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেসরকারি বিএম কনটেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২২ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এসব লাশ হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এই ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদের পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ পরীক্ষা করবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় সংস্থাটির ফরেনসিক বিভাগ নিহতদের স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে। পরিচয় শনাক্তের পর লাশ হস্তান্তর করা হবে।

লাশ হস্তান্তর করা ২২ জন হলেন—হাবিবুর রহমান (২৩), রবিউল ইসলাম (১৯), মমিনুল হক (২৪), মহি উদ্দিন (২২), তোফায়েল ইসলাম (২২), আফজাল হোসেন, মো. সুমন (২৮), ইব্রাহিম হোসেন (২৭), ফারুক জমাদ্দার (৫০), মো. হারুন (৫৫), মো. নয়ন (২২), শাহাদাত হোসেন (২৯), শাহাদাত উল্লাহ মজুমদার, মো, রিদুয়ান (২৫), রানা মিয়া, তহিদুল হাসান, নাজিমউদ্দিন রুবেল, নিপন চাকমা, মিটু দেওয়ান, আলা উদ্দিন (৩৫), শাকিল তরফদার ও মো. মনিরুজ্জামান (২২)।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান বলেন, ‘বিস্ফোরণ ও আগুনে মোট ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ জনের লাশ চমেক হাসপাতালে আছে। বাকি আট জনের লাশ বিভিন্ন

হাসপাতালে রয়েছে। ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বাকি লাশের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহে নেতৃত্বে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সিআইডির এডিশনাল এসপি জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, যেসব স্বজন দুর্ঘটনায় নিখোঁজ আছে দাবি করছেন, তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিখোঁজের বাবা-মা, ভাই-বোন, কিংবা সন্তানদের মধ্যে যেকোনো দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে।’

চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিদের লাশ ডিএনএ পরীক্ষার পর হস্তান্তর করা হবে। তবে ডিএনএ রিপোর্ট পেতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে। ততদিন এসব লাশ মর্গের ফ্রিজারে রাখা হবে।’

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএম ডিপোর একটি শেডে কনটেইনারে আগুনের সূত্রপাত হলে রোববার পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

আগুনে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে কেশবপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠা বিএম কনটেইনার ডিপো পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ডিপো থেকে একের পর এক বের করে আনা হয় লাশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। শুরু হয়ে যায় স্বজনের দৌড়ঝাঁপ-ছোটাছুটি। ঘন ঘন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

স্মরণকালের ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কেশবপুরে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

দুর্ঘটনা তদন্তে ছয় কমিটি: বিএম ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনা তদন্তে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক ; সারাবছরই মেরামত তবুও বেহাল দশা

গ্রেডহীন ইট, নিম্মমানের বিটুমিন, পাথর দিয়ে জোড়াতালিভাবে সারাবছরই রাস্তা মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা তছরুপের মচ্ছব চালাচ্ছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগ। অথচ, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত মেহেরপুর অংশে সারা বছরই থাকে চলাচলের অযোগ্য। সড়কের অধিকাংশ স্থানই খানা খন্দে ভরপুর। কিন্তু বছরে সংস্কার কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয় সে তথ্য কেউ দিতে রাজি হননি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, খানা খন্দে আর গর্তে ভরা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটির মেহেরপুর জেলার অংশ। একটু বৃষ্টি হলেই দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায় পথচারীদের। বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হয়ে থেকে। তার ওপর দিয়ে কোনো গাড়ি গেলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। বিকল হয়ে পড়ছে গাড়ির যন্ত্রাংশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে যায় হাটু পানি। রাস্তাটি এখন যেন মেহেরপুর জেলাবাসীর গদের ওপরে বিষ ফোঁড়া!

মাঝে মাঝে সড়কটি মেরামত করে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ। খোয়ার পরিবর্তে গ্রেডহীন আস্ত ইট, আলকাতরা ও মানহীন সামান্য খোয়া দিয়ে মেরামত করছে সারা বছর। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার তা নষ্ট হয়ে যায়। এখান থেকে মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা পকেটস্থ হয় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের সদর উপজেলার আলমপুর, গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া, গাংনী মহিলা কলেজ মোড়, গাংনী ট্রাক টার্মিনাল এলাকা, গাড়াডোব পুড়াপাড়া, বাঁশবাড়িয়া, মালশাদহ, জোড়পুকুরিয়া, তেরাইল, অলিনগর, বামন্দী, ছাতিয়ান, বাওট, আকুবপুর, খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত খানাখন্দে ভরে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সড়কটির পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। তবুও প্রয়োজনের তাগিদেই এক রকম ঝুঁকি নিয়েই

যান চলাচল করে। মাঝে মধ্যেই নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

বিশেষ করে গাংনী থেকে খলিসাকুন্ডি পর্যন্ত সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটির মধ্যে মেহেরপুর অংশে রয়েছে প্রায় ২৭ কিলোমিটার।

এ রাস্তাটিতে বেশ কয়েক বার সংস্কার করা হলেও মানহীন কাজের কারণে সংস্কারের ২/৩ মাস যেতে না যেতেই আবারও উঠে পড়েছে পিচ ও খোয়া। খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় আবারও চরমে জনদুর্ভোগ বেড়ে যায়। সারাবছরই জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে থাকে সড়ক বিভাগ। আবার কয়েকদিন পরেই রাস্তাটির পিচ পাথর উঠে যায়। যাত্রী পরিবহন ছাড়াও রোগী নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন এলাকাবাসী। সময় মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও ঘটে।

ট্রাক চালক মজনু ফকির, ইনতাজুল ইসলাম জানান, এ রাস্তাটিতে কি দূর্ভোগ পোহাতে হয় এটা বলে শেষ করা যাবেনা। মাঝে মধ্যে গাড়ির টায়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রাস্তার পাশে উল্টে প্রাণহানীর মত ঘটনা ঘটে। অনেক সময় গাড়ির গ্লাস খুলে পড়ে যায়।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর অ্যাম্বুলেন্স চালক আব্দুল মালেক বলেন, রাস্তাটি খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে চলাচল করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই প্রায় সময়ই আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়াতে যায় আমি।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়া এ সড়কের দায়ীত্বে রয়েছেন। তার কাছ থেকে রাস্তাটিতে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য গত দুই বছরে কি পরিমান অর্থ ব্যায় হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন স্বচ্ছতার ভিত্তিত্বেই কাজ করা হয়েছে। তবে আমাদের নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়না। আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে চাহিদাপত্র দিয়ে থাকি। সেখান থেকে পাথর, বিটুমিন, ইট, খোয়াসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী দেয়া হয়। সেখান থেকে সারাবছরই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

খরচের বিষয় জানতে তিনি মেহেরপুর সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ) মিজানুর রহমানের কাছে যেতে বলেন। মোবাইল ফোনে মিজানুর রহমানের কাছে থেকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মেহেরপুর অংশে গত দুই বছরের ক্ষুদ্র মেরামতে কত টাকার খরচ হয়ে জানতে চাইলে তিনি রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। সড়ক বিভাগের কোনো তথ্য সাংবাদিকদের জানাবেন না বলেও জানিয়ে দেন এই প্রকৌশলী।

মেহেরপুর সওজ এর নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ সড়কটির বিভাগীয় ভাবে মেরামত করে থাকে। রাস্তাটি প্রসস্ত করণের জন্য প্রায় ৬৬৫ কোটি টাকা একনেকে অনুমোদন হয়েছে জুনের পরে সেটির কাজ শুরু হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জিআর মামলার ১ ও সিআর মামলার ৩ জন। গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

রবিবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। পুলিশের পৃথক টীম এ অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় বেআইনি সমাবেশ করার অপরাধে বিভিন্ন ধারায় একটি ও মারামারির অভিযোগে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা রেকর্ড হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ সোমবার সকালের দিকে এসব আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর এমপিকে তুলোধুনা করলো নেতারা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি,দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা।
রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী বড়বাজার শহীদ রেজাউল চত্ত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাস্টার, শহিদুল ইসলাম শাহ, ফজলুর রহমান ফজল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।
গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কুটুক্তির প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা না বলে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তাদের পক্ষে কথা বলেছেন। আর এ কারণে সন্ধ্যার পর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আমার বাড়িতে জড়ো হয়ে এমপির বাড়ি ঘরে হামলা ও তাকে উচ্ছেদের দাবী করেছে আমার কাছে। আমি তাদের নিবৃত করেছি। বলেছি রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদের যায়গা আছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

তিনি বলেন, এমপির দেহে যে বিএনপি ও জামায়াতের রক্ত প্রবাহিত সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট মানহানিকর বংশগতভাবে কটাক্ষ করেছেন এমপি খোকন। তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে ফকিন্নির বাচ্ছা উল্লেখ করে এমএ খালেক বলেন, এমপি হওয়ার সাড়ে তিন বছর আগে তার নামে ব্যাংকে কোনো টাকা দেখাতে পারবে না। দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।

৭৫ লাখ টাকা খরচ করে উপজেলা সভাপতি হয়েছে বলে দাবী করে তিনি নাকি ৭৫ কোটি টাকা খরচ করে আগামীতে সংসদ সদস্য হবেন। তার জালা, বড় জালা, সভাপতি হয়েছে কোনো খবর নেই, কেউ তাকে ফুলের তোড়া সংবর্ধণা বা সম্মান দেইনি মর্যাদা দেইনি। সে সভাপতি হওয়াতে মানুষ টেনশনে পড়ে গিয়েছে। অথচ, মাত্র ১ মাস পর আমি জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১০/১২ দিন যাবৎ এলাকার শত শত মানুষ আমাকে লাইন ধরে সংবর্ধণা দিয়েছেন। এটা তার খুব জালা ধরেছে। অন্তরে বড় জালা। এই জালার কারণে সে আমার বিরুদ্ধে মঞ্চে আবোল তাবোল বলেছে।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাদের প্রয়োজনে কাউকে রাজাকার বলে, কাউকে হাইব্রীড বলেন, অনেক সময় এজন্য মানুষ ভাবে প্রতিপক্ষকে এভাবে বলা আমাদের কালচার। অনেক সময় আমরা বলে ফেলি সে রাজাকারের সন্তান। অনেকেই ধরে নেন ওটা কালচারেরই অংশ। খোকন আসলে রাজাকারের সন্তান তাও মানুষ ধরে নেই ওটাও কালচারের অংশ। আমরা প্রতিপক্ষ তাই হয়তো বলছি। কিন্তু অরজিনাল তিনি রাজাকারের সন্তান। অনেক রাজাকারকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সমাজে ভালভাবে চলাফেরা সব কিছই করতে পারেন। আমরা তাকে রাজাকারের সন্তান বলতে চাইনা। খোকনের বাবা গনি বিশ্বাস, অত্যাচারী, অগ্নি সংযোগকারী, গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী রাজজাকার। যার কোনো ক্ষমা নেই। বেঁচে থাকলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হতো। আজকে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হতো। সেই রাজাকারের পুত্রকে রাজাকার বললে খুব জালা হয়।

ফ্রীডম পার্টির মামলায় জেল খাটার কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০০১ সালের পর অনেক মামলা হয়েছে আামার নামে। আমি অন্য কোনো মামলায় জেল না খাটলেও ফ্রীডম পার্টির মামলায় আমি জেল খেটেছি। ফ্রীডম পার্টির টাকা নিয়েছেন খোকন আমি তা যথেষ্ট প্রমাণ করতো পারবো।

তিনি বলেন ,২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের চিফ এজেন্ট ছিলেন খোকন। ৮৩ টি সেন্টারের মধ্যে আমার ৪০ টি সেন্টারে আমার এজেন্ট ছিলনা। যারা নৌকার সীল মেরে ছিলো তারাও নৌকার এজেন্ট ছিল। কিন্তু আমার এজেন্ট ছিলনা। সে আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে বিরোধী দলের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে। এধরনের বিশ্বাস ঘাতক কেউ করেনা। রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী যে চরিত্র ছিল তার বাবার যে রক্তের ধারা বিরাজমান। সেই রক্তের ধারা অনুযায়ী চরিত্র। ২৪ বছর যাবৎ আওয়ামীলীগের মুল সমস্যাকে খোকনের সৃষ্ট উল্লেখ করেন তিনি।তার উদ্দ্যেশ্য রাজাকার পরিবার থেকে আসা তাদের সুবিধা দেওয়া আর নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তার মুল

উদ্যেশ্য।

তিনি সাম্প্রতিক কমিটি গঠণ নিয়ে বলেন আমি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে গাংনীতে রাজাকারমুক্ত কমিটি গঠণ করার জন্য বলেছি। সে আমাকে আসস্থ করেছেন। সম্মেলনের দিনে তিনি আমাকে একটি ম্যাসেজ দিলেন সেটিও আমি বিএম মোজাম্মেল হককে বলেছি। কিন্তু বিএম মোজাম্মেল সেটি করে করেই গেছে। আমরা যদি পাশ না করি শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের কমিটি যদি পাশ না করে সেটা পাশ হবেনা হবেনা হবেনা।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ জাহাঙ্গীর আলম (৪০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬। তার শরীর তল্লাশি করে ৩৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

রবিবার (৫ই জুন) দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের রেলষ্টেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আলম উপজেলার কেদারনগর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত লাল্টু মিয়ার ছেলে।

জানাগেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪০)। সে দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে। গ্রামটি প্রান্ত অঞ্চল হওয়ায় সে দাপুটের সাথে রমরমা ট্যাপেন্টা ডল বিক্রয় করে মাদক বিক্রেতা জাহাঙ্গীর। এছাড়াও সে মোটরসাইকেল যোগে আলমডাঙ্গা শহর সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ মাদক বিক্রয় করে আসছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী ক্যাম্পের সিপিসি-২, র্যাব-৬ এসআই প্রদ্যুৎ কুমার প্রামানিক সঙ্গী অফিসার ফোর্স নিয়ে আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেশন এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় মাদক বিক্রেতা জাহাঙ্গীর

র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে । তার শরীর তল্লাশি করে ৩৮ পাতায় ৩শত ৮০ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

দর্শনায় চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নবনির্বাচিত ও অবসরপ্রাপ্তদের সংর্বধনা

দর্শনা কেরুজ পরিবহন বিভাগের আয়োজনে কেরু চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের শ্রমিক – কর্মচারী ফেডারেশনের নবনির্বাচিত ও অবসরপ্রাপ্তদের সংর্বধনা অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।

রোববার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা কেরুজ পরিবহন বিভাগ চত্বরে এ সংর্বধনা অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়। অনুষ্টানে কেরুজ মহাব্যবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোসারেফ হোসেন।

তিনি প্রধান অতিথীর বক্তব্যে বলেন আমরা সবাই মিলে মিলটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সবার সব জায়গা থেকে বেশি বেশি আখ রোপন করি। আমাদের সব সময় চাষীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, না রাখলে মিলটি টিকিয়ে রাখা সম্বভ হবে না। মিলটি টিকে থাকলে এ অঞ্চেলের মানুষ লাভবান হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহা ব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দীন, মহাব্যববস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহাব্যববস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদা হাসান বাদশা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি মাসুদুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, পরিবহন বিভাগের ইন্জিনিয়ার আবু সাইদ, পরিবহন বিভাগের মেম্বার শরিফুল ইসলাম শরিফ সহ অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকও কর্মচারিদের ফুলেল শুভেচ্ছা সংবর্ধনা দেই

কৃষি বিভাগের শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তাগন।।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ২ প্রতিষ্ঠানকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রবিবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর। এসময় শহরের হাজী মোড়ের মেসার্স স্টার মেডিকেলকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও হাইরোডে অবস্থিত মেসার্স মোল্লা ফার্মেসিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। এসময় পুলিশি নিরাপত্তার সার্বিক সহযোগীতা করেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে শ্রমিকের তালিকায় গ্রাম পুলিশের নাম

গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে ইজিপিপি প্রকল্পে নানা অনিয়মসহ অর্থ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের মোবাইলে পাওয়া পারিশ্রমিকের টাকার ভাগ দিতে হয় চেয়ারম্যানকে।

তার অনুগতদের কাজ না করিয়ে হাজিরা প্রদান করছেন তিনি। অন্যদিকে কাজ করেও পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক শ্রমিক। যারা টাকা পায়নি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অন্যদের টাকা। এমনটা জানালেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষে (ইজিপিপি) প্রকল্পে বাস্তবায়িত হচ্ছে গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে। প্রথম ধাপে ৩৩৫ জন শ্রমিক নিয়ে ৪০ দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ কাজে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ, স্বচ্ছল ব্যাক্তিদের কাজে অর্ন্তভুক্তির ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে।

সেই সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ শেষে অত্র অফিসে প্রকল্প প্রদাণ সাপেক্ষে কাজ শুরু হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী ৫টি প্রকল্পে ৫জন ইউপি সদস্যকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান আলম হুসাইন প্রকল্প প্রদাণ ও শ্রমিক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার আধিনস্থ গ্রাম পুলিশ হেলাল উদ্দিনকেও শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক শ্রমিক রয়েছে তার অনুগত ও নিকট আত্মীয়। এরা কাজ না করলেও তাদের হাজিরা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অন্তত অর্ধশত শ্রমিক কাজ করলেও তাদের মজুরি আসেনি এখনও। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছে। সরেজমিনে কাজিপুর ইউনিয়নের প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ। আলাপকালে শ্রমিকরা তাদের দূর্দশার কথা জানালেন।

শ্রমিক সরদার আরিফুল ইসলাম জানান, চেয়ারম্যান সাহেবের লোকজন শ্রমিকদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নিয়েছে। এ থেকে তিনিও রেহায় পাননি। প্রথমে ইউপি সদস্যরা ভেবেছিলেন এই টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে কাউকে না দিয়ে চেয়ারম্যান সবটাই নিজের পকেটস্থ করেছেন।

একজন নারী জানান, তার স্বামীর জন্য তিনি প্রথমে ১৬শ টাকা চেয়ারম্যানের লোক হিসেবে পরিচিত হান্নানকে পরিশোধ করেন। পরে আরো ৪শ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। টাকা না দিলে নাম কেটে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিলে আরো ৪শ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের অনেকেই জানান, এভাবে শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চেয়াম্যানের অনুগত শ্রমিক যাদের মজুরী আসেনি তাদের দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করেছেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন যা সম্পুর্ণ নিয়ম বর্হিভুত। এছাড়াও অনেকেই দিন ভর কাজ করে যে মজুরী পান, চেয়ারম্যানের লোকজন কাজ না করেও সেই মজুরী পান। অন্যদিকে অন্তত পঞ্চাশ জন শ্রমিক প্রথম ধাপের কাজের মজুরী পায়নি। তারা চেয়ারম্যানের অনুগত নয় বলে মজুরী বঞ্চিত বলে মন্তব্য অনেকের।

প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের হাজিরা করা হচ্ছে না এবং কারো কাছে জবকার্ড নেই। আবার চেয়াম্যানেরও পরিদর্শন নেই। উপরন্ত শ্রমিকরা যেখানে কাজ করছেন সেখানে কাজের ধরণ সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়নি।

এবারে দ্বিতীয় ধাপে ৮০ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে নির্ধারিত স্থান ছাড়াও ইচ্ছামত বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট করতে দেখা গেছে শ্রমিকদের। অথচ প্রকল্পে এই স্থানে মাটি ভরাটের নিদের্শনা নেই।

এ ব্যাপারে প্রকল্প চেয়ারম্যান আজিজুল হক জানান, চেয়ারম্যানের নির্দেশেই তিনি এখানে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তবে চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলছেন তিনি এবিষয়ে জানেন না।

এব্যাপারে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন টাকা নেওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যারা মজুরী পায়নি তাদেরকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রাম পুলিশকে কেন শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার জবাব মেলেনি।

এসকল বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকার্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী।